ইনকিলাব

তারিখ AUG 1 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আশ্বাসে বিশ্বাস নেই শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ অহরহ

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উড়িয়ে কালো ব্যাজ পরেছেন শিক্ষকরা ● সন্ধ্যায় মশাল মিছিল ● দুপুরে মানববন্ধন ● বিকালে বিসিএস শিক্ষকদের সাথে মন্ত্রী আমলাদের নিষ্ফল বৈঠক

নকিলাব রিপোর্ট

াট সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি শিক্ষকদের কোন আস্থা নেই। ক্ষামন্ত্রীর কোন কথায় বিশ্বাস করতে পারছেন না তারা। সরকারের রুদ্ধে অহরহ ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ তুলছে শিক্ষক সমাজ। সরকার ক্ষের সাথে বৈঠকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সরকারকে সরাসরি ধোঁকাবাজ ও তারক বলে অভিযুক্ত করছেন। মুখোমুখী বৈঠকে বসে মন্ত্রীর বক্তব্যের রুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন শিক্ষক নেতারা। এ নজির সৃষ্টি হয়েছে হবার বহু স্থানে। বৈঠক করতে গিয়ে মন্ত্রীর মুখের উপর তার তকর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গত মাসের শেষ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট নেতারা। একইভাবে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ। শর্তবিহীন শতভাগ বেতনের ঘোষণাসহ বহুমুখী দাবী আদায়ের মাঠে আন্দোলনরত বেসরকারী শিক্ষকদের ৩৮টি সংগঠনের পাশাপশি মাঠে রয়েছে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের দুটি সংগঠনও। মাসব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের মাথায় ছাত্র বেতন সরকারী কোষাগারে জমাদানের শর্তযুক্ত ঘোষণার পর দুটি সংগঠন আন্দোলনের মাঠ থেকে আপাতত সরে ২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রাতশ্রুাত ভঙ্গের আভিযোগ অহর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়ালেও বাকি ৩৮টি সংগঠনের অধিকাংশ ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। আবার কোন কোন সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। বেসরকারী শিক্ষকদের বৃহৎ দুটি মোর্চা জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ তাদের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের পাশাপাশি প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর মুক্তাঙ্গন থেকে মশাল মিছিল করেছে। আর শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সারাদেশে তাদের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট অব্যাহত রেখে কালো পতাকা উড়িয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজেরা পরেছেন কালো ব্যাজ।

আন্দোলনের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সরকারী কলেজের শিক্ষকরা (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি) গতকাল দুপুরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সামনে দু'ঘন্টা ধরে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে।

সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা সচিবালয়ে বিসিএস শিক্ষকদের দুটি সংগঠনের নেতাদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেও কোন বিষয়ে সুরাহা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে প্রথমে বৈঠক হয় মুহাম্মদ মতিউর রহামান গাজ্জালী ও মোঃ জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে। পরে বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত বৈঠক হয়েছে প্রফেসর ইফতেখার আহমেদ ও মোঃ মাসুমে রব্বানী খানের নেতৃত্বাধীন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশনের নেতাদের সাথে।

বৈঠক শেষে সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহাম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী ইনকিলাবকে জানান, কোন বিষয়ে সমাধান হয়নি। কয়েকটি দাবীর বিষয়ে কয়েকটি বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শি অধিদফতরের মহাপরিচালককে সুস্পষ্ট প্রস্ত পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। ফলে আম আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখব।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশনে মহাসচিব মোঃ মাসুমে রব্বানী ইনকিলাব বলেন, কোন দাবীর বিষয়ের সমাধান হয়নি আমাদের প্রধান দুটি দাবী প্রথমত, আত্তীক বিধিমালা-২০০০ এবং দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা প্রমার্জন সংক্রান্ত দাবি বিষয়ে অনড়। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থ আমরা মানি না মানব না। নতুন কর্মসূচী দি আগামী ১৮ আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির স আহবান করেছি। সেখান থেকে দাবী আদা দুর্বার আন্দোলন কর্মসূচী দেয়া হবে। সাড়ে ১ হাজার বিসিএস শিক্ষক এ আন্দোলনে রাজপ নেমে আসবে।

এদিকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যত বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট শত ভা বেতন প্রসঙ্গে সরকারের ঘোষণা বিভ্রান্তিমূলক উল্লেখ করে দাবী আদায়ে কৌশল নির্ধারণে আজ বিকাল সাড়ে ৩টা রাজধানীর মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যাল কলেজে মোর্চা নেতাদের জরুরী সভা ডেকেছে। বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি তাদের ১২ দফা দাবী আদায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট অব্যাহত রেখে গতকাল দুপুরে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন করেছে। এ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল এম এ সাত্তার।